দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 JAN 1998
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটির প্রতিবেদন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক ছুটি কমানো এবং অভিন্ন শিক্ষাক্রম চালু করা হইবে

রেজানুর রহমান ॥ দেশের প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক ছুটি

(১৫শ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

প্রতিবেদন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কমানো, অভিন্ন শিক্ষাক্রম চালু এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত সন্তোষজনক পর্যায়ে আনার চিন্তা-ভাবনা করা হইতেছে। সম্প্রতি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হইয়াছে। সুপারিশমালায় বলা হইয়াছে, সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। একটি মূল শিক্ষাক্রম অনুসরণের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়/শিক্ষাকেন্দ্রে একই ধরনের শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি শিক্ষাক্রম কাঠামো প্রবর্তন করা প্রয়োজন। প্রতিবেদনে "শিক্ষার্থী-শিক্ষক সংযোগকাল" শীর্ষক ধারায় বলা হইয়াছে, বর্তমানে দুই পালায় পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংযোগকাল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে বছরে মাত্র ৫৭৫ ঘন্টা এবং ৩য়-৫ম শ্রেণীর ক্ষেত্রে ৯২০ ঘন্টা। মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দুই পালার পরিবর্তে এক পালায় স্কুল পরিচালনা করা হইবে। ইহাছাড়া বাৎসরিক ছুটির পরিমাণ কমাইয়া কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। বছরে ২৩০টি কার্যদিবস ধরিয়া প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকাল বছরে অন্ততঃ ৬৯০ ঘন্টা এবং তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীতে ১ হাজার ২৬৫ ঘন্টা হওয়া উচিত। প্রতিবেদনের শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ধারায় বলা হইয়াছে, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৭১:১ হইতে পর্যায়ক্রমে হ্রাস করিয়া ৩৫:১ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে ২০০০ সালের মধ্যে এই হার ৫০:১ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে ৩৫:১ নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের 'অর্জিত যোগ্যতার পরিমাপ' শীর্ষক ধারায় বলা হইয়াছে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপ্তিতে বৃত্তি পরীক্ষা এবং প্রতি বিদ্যালয় হইতে ৫ম শ্রেণী সমাপ্তকারী কমপক্ষে ২৫% শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিয়ম চালু করা হইবে। বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের জবাবদিহিতার প্রথা চালু হইবে। 'প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ' শীর্ষক ধারায় বলা হইয়াছে, বর্তমানে চালু প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জীবন-সমস্যা সমাধানের উপযোগী সাধারণ জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টি ভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের সহায়ক হইতেছে না। প্রাথমিক শিক্ষার স্বল্প মেয়াদ এবং ইহার পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা ত্রুটিই ইহার কারণ। ক্রমাগত জীবন ও সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীতে মৌলিক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধিকল্পে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যাইতে পারে।